“বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম”

“অংশীদারী ব্যবসার চুক্তিপত্র দলিল”

নাম: Amarvumi.com পিতা- ……., মাতা- ……., জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর- …….. বর্তমান ঠিকানা: ……..., স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম : ……., ডাকঘর: ……., থানা: ……., জেলা: ……, জন্ম তারিখ: ……, পেশা : ……., জাতীয়তা : ……., ধর্ম : …… ।

অত:পর যিনি প্রথম পক্ষ বলিয়া অভিহিত হইবেন এবং প্রথমপক্ষ বলিতে তাহার ওয়ারিশগণ, কার্যনির্বাহকগণ এবং আইনানুগ প্রতিনিধিও অর্ন্তভুক্ত হইবেন।

-------প্রথম পক্ষ

নাম: Amarvumi.com, পিতা- ……., মাতা- ……., জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর- ……., বর্তমান ঠিকানা: ……..., স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম : ……., ডাকঘর: ……., থানা: ……., জেলা: ……, জন্ম তারিখ : ……, পেশা : ……., জাতীয়তা : ……., ধর্ম : …… । অত:পর যিনি দ্বিতীয় পক্ষ বলিয়া অভিহিত হইবেন এবং প্রথমপক্ষ বলিতে তাহার ওয়ারিশগণ, কার্যনির্বাহকগণ এবং আইনানুগ প্রতিনিধিও অর্ন্তভুক্ত হইবেন।

-------দ্বিতীয় পক্ষ

পরম করুনাময় মহান আল্লাহ তায়ালার নাম স্মরণ করিয়া অংশীদারী চুক্তিনামা দলিল লিখিতে আরম্ভ করিলাম। যেহেতু, আমরা পক্ষদ্বয় নিম্ন লিখিত শর্তাবলীতে একটি যৌথ অংশীদারীর মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করিতে সম্মত হইয়া বিগত …… তারিখে আমরা ব্যবসা করিয়া আসিতেছি, সেহেতু আমরা পক্ষদ্বয় ভবিষ্যত কুটকীর্তনের জন্য নিম্ন লিখিত শর্ত সাপেক্ষে অত্র অংশীদারী চুক্তিপত্র দলিল সম্পাদন করিতে বাধ্য হইলাম।

“শর্তাবলী”

১। এই অংশীদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান “.....” শিরোনামে পরিচালিত হইবে। ইহা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যেকোন বৈধ পণ্য ব্যবসা পরিচালনা করিবো। পার্টনারদ্বয় কর্তৃক সম্মতি সাপেক্ষে যে কোন বৈধ ও হালাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করিতে পারিবো।

ব্যবসার ধরণ : ..... উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী।

২। উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অফিসের ঠিকানা: বর্তমান ঠিকানা: .....। আবশ্যক বোধে পক্ষদ্বয়ের সম্মতিক্রমে বাণিজ্যিক অফিস বাংলাদেশের যে কোন স্থানে স্থানান্তর করা ও প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

৩। অত্র অংশীদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি একটি সাধারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অংশীদারীদ্বয়ের সিদ্ধান্তক্রমে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শুধু বৈধ ও হালাল ব্যবসা পরিচালনা করিবো। এই প্রতিষ্ঠানের নামে অন্যান্য বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাইবে।

৪। অত্র অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক মূলধন ...../- কথায় (.....) টাকা যাহা অংশীদারদ্বয় বিনিয়োগ করিবো। পক্ষদ্বয়ের আলোচনা সাপেক্ষে মূলধন বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যাইবে।

৫। অত্র অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদ্বয় নিম্নে বর্ণিত নামের বিপরীতে উল্লেখিত শেয়ার প্রাথমিক মূলধন হিসাবে লাভ লোকসানের হার সম অংশীদারীত্বে প্রদান করিবো। তবে আবশ্যক বোধে পরবর্তীতে অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন হইলে পক্ষদ্বয় বা কোন পক্ষ তাহার শেয়ার বৃদ্ধি করিয়া অধিক হারে মূলধন বিনিয়োগ করিতে ও সেই অনুপাতে লাভ-ক্ষতির অংশীদার হইতে পারিবো। তবে এইরূপ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সিদ্ধান্ত লিখিত আকারে অনুমোদিত হইতে হইবে।

ক্রমিক নং	অংশীদ্বারদয়ের নাম	শেয়ার (%)
১.	Amarvumi.com	
২.	Amarvumi.com	

৬। এই ব্যবসার মূলধন, দেনা-পাওনা ও লাভ-লোকসান উপরোল্লিখিত হারে উভয় পক্ষ/অংশীদারদ্বয় বহন করিবো।

৭। উক্ত প্রতিষ্ঠানের লেনদেন উভয় পক্ষের স্বাক্ষরে গ্রহণ বা প্রদান করা হইবে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক হিসাব খোলা হইবে। তবে তাহাতে উভয় পক্ষের স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

৮। প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব বাংলাদেশের যে কোন তফসিলী ব্যাংকে খুলিতে বাধ্য থাকিবো।

৯। কারবারের একের অধিক প্রতিষ্ঠান/দোকান থাকিলে প্রত্যেক দোকানের জন্য আলাদা আলাদা স্টক রেজিস্ট্রার ও হিসাব শিরোনাম থাকিবে। উক্ত হিসাবের বিপরীতে জমা খরচ, আয়-ব্যয় সংরক্ষিত হইবে। উক্ত স্টক রেজিস্ট্রার ও আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দেখার অধিকার উভয় অংশীদারের থাকিবে এবং স্টক রেজিস্ট্রার সহ সকল খাতা পত্র কারবারের অফিস আলমারীতে নিরাপত্তা সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব উভয় পার্টনারের উপর থাকিবে। কোন খাতা পত্র পাওয়া না গেলে বা হারিয়ে গেলে তাহার জন্য উভয় পার্টনার দায়ী থাকিবো।

১০। উল্লেখ্য থাকে যে, পরবর্তীতে ব্যবসার মূলধন বর্ধিত করিতে হইলে অংশীদারদ্বয় আলোচনা সাপেক্ষে উক্ত বর্ধিত মূলধন বিনিয়োগ করিবো। তবে স্বেচ্ছায় যে কোন পার্টনার অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করিতে চাহিলে তাহা আলোচনা অন্তে গ্রহণ করা যাইবে।

১১। অত্র চুক্তিপত্রে উল্লেখ নাই এমন বিষয়ের উদ্ভব হইলে উভয় পক্ষের সর্ব সম্মতিক্রমে মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবো। নতুন পার্টনার গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পক্ষদ্বয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হইবে।

১২। অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব উভয় পক্ষের স্বাক্ষরে চেক দিয়া টাকা উত্তোলন করিতে হইবে।

১৩। অংশীদারী কারবারের পক্ষদ্বয় উক্ত অংশীদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে ইচ্ছা করিলে উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যে কোন ব্যাংক, অর্থ লগ্নকারী প্রতিষ্ঠান বা দেশী বিদেশী সংস্থা হইতে আর্থিক সুবিধা/ঋণ/বিনিযোগ বা অনুদান গ্রহণ করিতে পারিবো।

১৪। অংশীদারী কারবারের বার্ষিক হিসাব ইংরেজী বর্ষপঞ্জী হিসাবে পরিচালিত হইবে এবং বৎসরের শেষ কর্মদিবসে অথবা ..... তারিখের মধ্যে যে কোন .....বা ..... দিন কারবারের আয়-ব্যয়, লেনদেন, দেনা-পাওনা এর হিসাব সমাপ্ত করিয়া লিখিত ভাবে চূড়ান্ত হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিয়া তাহা উভয়ে গ্রহণ করিতে হইবে এবং পক্ষদ্বয় তাহাদের শেয়ার সংখ্যা আনুপাতিক হারে লাভ লোকসানের অধিকারী হইবো। লাভ হইলে তাহা উভয়ের হাতে হাতে নগদে অথবা চেকের মাধ্যমে বণ্টিত হইবে।

১৫। পক্ষদ্বয়ের সর্ব সম্মতি ও সিদ্ধান্ত অনুসারে যে কোন সময় অত্র অংশীদারী কারবারের বিলুপ্তি করিতে পারিবো।

১৬। অত্র প্রতিষ্ঠানের যে কোন অংশীদার অত্র প্রতিষ্ঠান হইতে তাহার শেয়ার উত্তোলন পূর্বক অংশীদারীত্ব হইতে অবসর নিতে চাহিলে উক্ত অবসর গ্রহণকারী পক্ষকে তাহার সমুদয় পাওনা বুঝাইয়া দিতে অপর পার্টনার বাধ্য থাকিবো। অনুরুপ ভাবে প্রতিষ্ঠানের যে কোন দায় দেনা থাকিলে তাহারও ভাগ নিতে হইবে এবং দেনা পরিশোধ পূর্বক পাওনা বুঝিয়া নিতে হইবে।

১৭। কোন অংশীদারের মৃত্যু হইলে বা মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে তাহার অংশের প্রাপ্য শেয়ারের বিপরীতে সমুদয় পাওনা টাকা আইন অনুযায়ী প্রতিনিধি বা উক্ত অংশীদার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি বা বৈধ উত্তরাধিকারীকে প্রদান করিতে হইবে। উত্তরাধিকারীগণকে মৃত্যু জনিত কাগজপত্র ও ওয়ারিশ সার্টিফিকেট সহ দরখাস্ত করিতে হইবে।

১৮। অত্র অংশীদারী চুক্তিনামা দলিল পত্রে উল্লেখিত ধারা সমূহ বাংলাদেশে বহালকৃত পার্টনারশীপ এ্যাক্ট-১৯৩২ সালের ধারা অনুযায়ী কার্যকারী হইবে।

১৯। অত্র প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদ্বয়ের মধ্যে সৃষ্ট যে কোন জটিলতা বা সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে আরবিট্রেশন এ্যাক্টের ১৯৪০ অনুযায়ী উভয়ের সম্মতিতে ... কথায় (.....) জন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা হইবে এবং উক্ত মধ্যস্থতাকারীগণ প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী .... কথায় (.....) দিনের মধ্যে তাহাদের সিদ্ধান্ত দিবেন। কোন অংশীদার উক্ত সিদ্ধান্ত না মানিলে তিনি বা তাহার আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২০। কারবারের সমুদয় খরচ কারবারের আয় থেকে নির্বাহ করা হইবে। ব্যয় বাদে অবশিষ্ট আয় পার্টনারদের মধ্যে বণ্টিত হইবে। ব্যয় সদা সীমিত রাখার চেষ্টা করিতে হইবে। তবে আয়ের একটি অংশ মানবিক কল্যাণে ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ রাখিতে পারিবো।

২১। যে কোন ত্রাণ দুযোর্গ বা মানবিক ত্রাণ কার্যে প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করিতে পারিবো।

২২। দেশী বা বিদেশী বাণিজ্য মেলায় স্টল বুঝিয়া নিয়া নিজস্ব পন্য বেচাকেনা সহ যাবতীয় বানিজ্যিক কার্যাদি করিতে পারিবো। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স উভয় পক্ষের নামে আছে বিধায় উভয় পক্ষই উক্ত ট্রেড লাইসেন্সের সুবিধা ভোগ করিতে পারিবো। তবে একক ভাবে উক্ত নিজস্ব পন্য অথবা প্রতিষ্ঠানের বাইরের পন্য বিক্রির ক্ষেত্রে উক্ত ট্রেড লাইসেন্স অথবা প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করিতে পারিবেন না কিন্তু উভয় অংশীদারের মতামতের ভিত্তিতে না করা যাইতে পারে।

এতদ্বার্থে স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিষ্কে, অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র অংশীদারী কারবারের সকল শর্ত সমূহ ও নিয়মাবলী পড়িয়া, শুনিয়া, ভালভাবে মর্ম অবগত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে আমরা উভয় পক্ষদ্বয় নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর প্রদান করিয়া অত্র অংশীদারী কারবারের চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইলাম।

ইতি তাং ……..

স্বাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর :

১।

২।